# ধর্মমঙ্গল কাব্য

## ধর্মদেবতার স্বরূপ

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্ম ঠাকুর প্রছন্ন বৌদ্ধ দেবতা
- ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে- ধর্ম ঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের গভীর সাদৃশ্য আছে।
- সুকুমার সেনের মতে, ধর্ম ঠাকুর মিশ্র দেবতা। বৈদিক ধর্মাচার, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার, ব্রাত্য শৈব ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ
- সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে- অস্ট্রিক জাতির পূজিত কোন আদিম দেবতা।
- আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, হিন্দু ও বৌদ্ধরা এদেশে আসার আগে ডোমরা যে দেবতার পূজা করত সেই প্রাগার্য সূর্য দেবতা হল ধর্ম। শ্বেত রশ্মিযুক্ত সূর্যকে ‘দরম’ বলা হয়। ‘দরম্’ থকে ‘ধরম্’ , তা থেকে ধর্ম ।

# ধর্মমঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য

১। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মতো অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নায়ক চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে।

২। কাব্যে কবির আত্মপরিচয় জ্ঞাপক পদ বর্তমান।

৩। ধর্মঠাকুর মূলত পুরুষ দেবতা।

৪। এই কাব্য এবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

৫। বিষয়বস্তুর নিরিখে ধর্মমঙ্গল কাব্য সবচেয়ে প্রাচীন।

৬। এই কাব্যের নায়ক নায়িকার আবির্ভাব অভিশপ্তীয় রীতিতে ঘটে নি।

৭। ধর্মমঙ্গলের কাব্য ১২ টি পালায় বিভক্ত। দেব খণ্ড ও নর খণ্ডের মধ্যে কোন স্পষ্ট বিভাগ লক্ষ করা যায় না।

# রূপরাম চক্রবর্তী

- সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের আদি কবি।
- তাঁর কাব্যের এক তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। লাউসেনের জন্ম থেকে আখড়ায় মল্লবিদ্যা শিক্ষা পর্যন্ত।
- ১৫৪৯ খ্রি থেকে ১৭১৯ খ্রি পর্যন্ত কবির কাব্য রচনার সময়কাল।
- বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে কবির জন্ম।
- বাঘরূপী ধর্মঠাকুর কবিকে কাব্য রচনার নির্দেশ দেন।
- তাঁর কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'।
- আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে কবির কাব্য রচনার সমকাল ১৫৯০ খ্রি। সুকুমার সেনের মতে কবির কাব্য রচনার সমকাল ১৬৪৯ খ্রি।
- কবির পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী।

# রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য বৈশিষ্ট্য

- রূপরামের চরিত্র চিত্রন প্রশংসনীয়।
- সমকালীন লোকজীবনের পরিচয়, যেমন- ডোম সমাজের বীরত্ব , সাধারণ মানুষের নৈতিকতা ও ত্যাগ, লোকসংস্কার ও বিশ্বাস।
- কবির সমাজবোধ ছিল প্রখর।